দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

46

বাংলা বানান প্রসঙ্গে

বাংলা বানানকে সহজ সরল ও নিয়মিত করণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি বানানের রীতি নীতি নির্ধারণ করেন। এই রীতি অনুযায়ী স্ত্রী লিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি বা পেশা বাচক, ভাষা, বিশেষণ বাচক শব্দের শেষে (ঈ)ী কার হইবে। কিন্তু বাংলাদেশের 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশ, ভাষা, জাতির নামের শেষে সর্বদা ই-কার লিখিতে হইবে। ইহাই সুবিধাজনক এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় দৈনিকসহ বিভিন্ন বইপুস্তকে ইংরেজী, বাঙালী, হিন্দী বানান ী কার দিয়া লেখা হইতেছে। ইহার প্রতিকার না হইলে একই দেশে দ্বৈত বানান রীতি চালু হইবে। ি(ই) কার এবং ী (ঈ) কারের পার্থক্য হয় প্রধানত তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের জন্য। স্ত্রী বাচক তৎসম শব্দের শেষে ঈ কার হয়। যেমন ঃ সুন্দরী। আবার স্ত্রী বাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে ই কার হয়। যেমন - দিদি। কিন্তু যাহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়া চিন্তা-ভাবনা করেন না অথবা যাহারা অল্প শিক্ষিত লোক, অফিস, আদালতে কলকারখানাতে কাজ করেন তাহাদেরও বাংলা-বলিবার ও লিখিবার প্রয়োজন হয়। তাহারা তৎসম ও অ-তৎসম শব্দ চিনিবেন কীভাবে?

এমতাবস্থায়, তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের প্রাধান্য না দিয়া ই কার, ঈ কার, উ কার, ঊ কার-এর রীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমী এবং সংশ্লিষ্ট সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এস এম জাকির হোসেন,
১/৩৫, দক্ষিণ মুগদাপাড়া,
ব্যাংক কলোনি রোড বাসাবো,
সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।